الأربعون النووية

(باللغة البنغالية)

দারুসসালাম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ্
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

ISBN: 9960-897-79-6

WWW.BANGLABOOK.COM

চল্লিশ হাদীস

মূলঃ

ইমাম ইয়াহইয়া বিন শারফুদ্দীন আন-নববী (রহঃ)

দারুসসালাম

ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

First Edition: January 2004

© Maktaba Darussalam, 2004

King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data
An-Nawabi, Yahya bin Sharaf
40 Ahadith, Yahya bin Sharaf, An-Nawabi- Riyadh
56 pp., 12x17 cm
ISBN: 9960-897-79-6
1- Ahadith   II- Title
237.7.Dc   1424/6494

Legal Deposit no. 1424/6494
ISBN: 9960-897-79-6

Headoffice

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A. Tel: 00966-01-4033962/4043432 Fax: 4021659
Email: darussalam@awalnet.net.sa   Website: www.dar-us-salam.com

K.S.A. Darussalam Showrooms
Riyadh
Olyah branch: Tel 4614483 Fax:4644945
Malaz branch: Tel 4735220 Fax: 4735221
Jeddah
- Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270

Al-Khobar
- Tel: 00966-3-8692900 Fax: 00966-3-8691551

U.A.E
- Darussalam, Sharjah U.A.E
  Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624

PAKISTAN
- Darussalam, 36 B Lower Mall, Lahore
  Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072

U.S.A
- Darussalam, Houston
  P.O Box: 79194 Tx 772779
  Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
  E-mail: sales@dar-us-salam.com
- Darussalam, New York
  572 Atlantic Ave, Brooklyn
  New York-11217, Tel: 001-718-625 5925

U.K
- Darussalam International Publications Ltd.
  226 High Street, Walthamstow,
  London E17 7JH, Tel: 0044-208 520 2666
  Mobile: 0044-794 730 6706 Fax: 0044-208 521 7645
- Darussalam International Publications Limited
  Regent Park Mosque, 146 Park Road,
  London NW8 7RG Tel: 0044-207 724 3363
- Darussalam
  398-400 Coventry Road, Small Heath
  Birmingham, B10 0UF
  Tel: 0121 77204792 Fax: 0121 772 4345
  E-mail: info@darussalamuk.com
  Web: www.darussalamuk.com

MALAYSIA
- E&D Books SDN. BHD.-321 B 3rd Floor,
  Suria Klcc
  Kuala Lumpur City Center 50088
  Tel: 00603-21663433 Fax: 459 72032

SINGAPORE
- Muslim Converts Association of Singapore
  32 Onan Road The Galaxy Singapore-
  424484
  Tel: 0065-440 6924, 348 8344 Fax: 440 6724

SRI LANKA
- Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4
  Tel: 009[illegible] Fax: 00[illegible]4-74[illegible]

WWW.BANGLABOOK.COM

الأربعون النووية

(باللغة البنغالية)

চল্লিশ হাদীস

মূলঃ
ইমাম ইয়াহইয়া বিন শারফুদ্দীন আন-নববী (রহঃ)

অনুবাদঃ
দারুস সালাম, গবেষণা বিভাগ

DARUSSALAM

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

Alamgir alamgir07@gmail.com

OCT/07

Mohammad Alamgir

Email : alamgir07@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾

এবং রাসূল তোমাদের জন্য যা কিছু দিয়েছেন তা গ্রহণ কর। (আল-কুরআন)

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের রব, আকাশ ও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক এবং সমস্ত সৃষ্টির তাদারককারী, যিনি মানুষের হেদায়াত ও দ্বীনের বিধান পেশ করার জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ ও সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ রাসূলদের (তাঁদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) প্রেরণকারী। সমস্ত কৃপার জন্য আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি এবং প্রার্থনা করছি যে, তিনি আরো কৃপা ও অনুগ্রহ দান করুন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি এক এবং পরাক্রমশালী, অনুগ্রহকারী ও ক্ষমাশীল। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, তাঁর প্রিয়পাত্র ও বন্ধু এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁকে আল্লাহ চিরন্তন মু'জেযা কুরআন দান করেছেন ও সুন্নাত দান করেছেন যা হেদায়াত প্রার্থীদের জন্যে হেদায়েতের আলো। আমাদের নেতা

WWW.BANGLABOOK.COM

মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর। যিনি ব্যাপকার্থক কথা সংক্ষেপে বলার জন্যে ও দ্বীনের মধ্যে সহনশীলতার জন্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সকল নবীর উপর, তাদের সকলের বংশধরগণের উপর এবং সকল নেক বান্দাহদের উপর।

আলী ইবনে আবী তালিব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মু'আয ইবনে জাবাল, আবুদ্ দারদা, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আনাস বিন মালিক, আবু হুরায়রা এবং সাঈদ আল-বোখারী (রহঃ) থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় আমাদের কাছে এ বিবরণ পৌঁছেছে যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্যে তাঁর দ্বীন সম্পর্কে চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত করবে ও রক্ষা করবে তাকে কিয়ামতের দিন "উলামা ও ফুকাহাদের দলে উঠানো হবে।" আবুদ্ দারদা (রাযিআল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় আছেঃ "আমি কিয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব।" ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় আছেঃ "তাঁকে বলা হবে তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশী প্রবেশ কর।" আর ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় আছেঃ "তাঁকে উলামার দলে লেখা হবে ও শহীদদের সাথে তাঁর হাশর হবে।" যদিও এ বিষয়টি বিভিন্নভাবে

বর্ণিত হয়েছে তবুও মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে একমত যে এটা দুর্বল হাদীস।

এ বিষয়ে আলেমদের অসংখ্য রচনা রয়েছে। যতদূর আমি জানি এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ ইবনে মুবারকের (রহঃ)। তারপর আলেম এ রাব্বানী ইবনে আসলাম তূসী (রহঃ), তারপর হাসান ইবনে সুফিয়ান আন-নাসায়ী, আবু বকর আল-আজুরী, আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-আসফাহানী আদ-দারাকুতনী, আল-হাকিম, আবু নু'আয়িম, আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী, আবু সাঈদ আল-মালিনী, আবু উসমান আস্সাবুনী, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আবু বকর আল-বায়হাকীসহ আগে ও পরের অসংখ্য মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে লিখেছেন।

ইসলামের এসব মহান ব্যক্তিদের অনুসরণে আমি চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করার কাজে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসতেখারাহ করেছি। সমস্ত আলেম এ বিষয়ে একমত যে, ফযীলত ও মর্যাদার কাজে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যেতে পারে। এতদসত্বেও আমি এই হাদীসের উপর নির্ভর করি না ; বরং নবীর (ﷺ) এর এক সহীহ হাদীসের উপর আমি ভরসা করেছি। "তোমাদের মধ্যে যে উপস্থিত সে তাকে পৌঁছে দিবে যে উপস্থিত নেই।" এবং রাসূল (ﷺ) এর এ বাণীর উপর নির্ভর

WWW.BANGLABOOK.COM

করেছিঃ "আল্লাহ সেই ব্যক্তির মুখমন্ডল উজ্জ্বল রাখুন যে আমার কথা শুনেছে এবং ভালভাবে মুখস্ত করেছে, আর তারপর ঠিক যেমন শুনেছে তেমন অন্যকে শুনিয়েছে।"

অনেক আলেম চল্লিশ হাদীস সংকলন করেছেন। তাদের মধ্যে কিছু দ্বীনের মূল নিয়ম-নীতির সঙ্গে, কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির সঙ্গে, কিছু জেহাদের সঙ্গে, কিছু কৃচ্ছতা সাধনের সঙ্গে, কিছু নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে এবং কিছু উপদেশ ও বক্তৃতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ সবই নেক উদ্দেশ্যে ছিল। আল্লাহ এ সমস্ত সংকলকদের উপর সন্তুষ্ট হউন। আমি এমন চল্লিশটি হাদীস সংকলন করার নিয়ত করেছি, যা এসব বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমি যে সংকলন করেছি তাতে এ সবকিছু আছে এবং এর প্রত্যেকটি হাদীস ইসলামের এক একটি মৌলিক বিষয় আলোচনা করে যাকে 'আলেমগণ ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু', বা 'ইসলামের অর্ধেক' বা 'ইসলামের এক তৃতীয়াংশ' বলে বর্ণনা করেছেন। আর আমি এদিকেও লক্ষ্য রেখেছি যে এ চল্লিশটি হাদীসই যেন সহীহ হাদীস হয়। এর মধ্যে অধিকাংশ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম থেকে গৃহীত। আমি ইসনাদ (বর্ণনা ও বর্ণনাকারীর অনুক্রম) বাদ দিয়ে এ সব হাদীস উল্লেখ করব যেন এগুলো মুখস্ত করা সহজ

WWW.BANGLABOOK.COM

হয় এবং এগুলো থেকে অধিক লাভবান হওয়া যায় (ইনশাআল্লাহ)।

আখেরাতের ব্যাপারে যারা আগ্রহী তাদের এসব হাদীস জানা প্রয়োজন। কারণ এতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচিত হয়েছে এবং এতে আনুগত্যের সমস্ত রূপ আলোচিত হয়েছে। চিন্তাশীল লোকদের জন্য ইহা খুবই স্পষ্ট কথা। আল্লাহরই উপর আমার ভরসা আমি নিজেকে তাঁরই কাছে সোপর্দ করেছি। প্রশংসা ও নে'আমত কেবল তাঁরই, আর তৌফিক ও হেফাজত কেবল তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

(ইমাম আন-নববী [রহঃ])

নিয়ত পরিশুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

١ - عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهْ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيسَابُورِيُّ فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

১। আমীরুল মো'মেনীন আবু হাফস ওমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ "সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যাতের উপর, আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যাত করেছে তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের জন্যে হিজরত করেছে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে, আর যার হিজরত দুনিয়া (পার্থিব বস্তু) আহরণ করার জন্যে অথবা কোন মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে তার হিজরত সে জন্যে বিবেচিত হবে যে জন্যে সে হিজরত করেছে।"

WWW.BANGLABOOK.COM

মুহাদ্দিসগণের দুই ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম বিন মুগীরাহ বিন বারদেযবাহ আল-বুখারী এবং আবুল হাসান মুসলিম বিন হাজ্জাজ বিন মুসলিম আল-কুশায়রী আল-নিশাপুরী আপন আপন সহীহ গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা সব থেকে সহীহ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়।

ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের তাৎপর্য

٢ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لاَ يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ:

صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»

رواهُ مُسلمٌ.

২। এ হাদীসটিও ওমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বর্ণনা করেছেনঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট বসেছিলাম এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সামনে উপস্থিত হয় যার কাপড় ছিল ধবধবে সাদা, চুল ছিল ভীষণ কালো; তাঁর মাঝে ভ্রমণের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারে নাই। সে নবী (ﷺ) এর কাছে গিয়ে বসে, নিজের হাঁটু তাঁর হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে নিজের হাত তাঁর উরুতে রেখে বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ইসলাম হচ্ছে এই তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই

WWW.BANGLABOOK.COM

এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমযানে রোযা রাখ এবং যদি সামর্থ থাকে তবে (আল্লাহর) ঘরের হজ্জ কর।

তিনি (লোকটি) বললেনঃ আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা বিস্মিত হলাম, সে নিজে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করছে আবার নিজেই তাঁর জবাবকে ঠিক বলে ঘোষণা করছে। এরপর বললঃ আচ্ছা, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেনঃ তা হচ্ছে এই– আল্লাহ, তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাত বিশ্বাস করা এবং ভাগ্যের ভালো মন্দকে বিশ্বাস করা। সে (আগন্তুক) বললঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর বললঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। তিনি বলেনঃ তা হচ্ছে এই– তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ, আর তুমি যদি তাঁকে দেখাতে না পাও তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। সে বললঃ আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। তিনি (রাসূল ﷺ) বললেনঃ যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সে জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশী কিছু জানে না। সে (আগন্তুক) বললঃ আচ্ছা, তার লক্ষণ সম্পর্কে বলুনঃ তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে এই– দাসী নিজের মালিককে জন্ম দেবে, সম্পদ ও বস্ত্রহীন রাখালগণ উঁচু উঁচু প্রাসাদে দম্ভ করবে।

তারপর ঐ ব্যক্তি চলে যায়, আর আমি আরো কিছুক্ষণ বসে থাকি। তখন তিনি (রাসূল) আমাকে বললেনঃ 'হে ওমর! প্রশ্নকারী কে ছিলেন, তুমি কি জান? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ তিনি হলেন জিবরীল। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে তোমাদের কাছে এসেছিলেন। (মুসলিম)

ইসলামের রুকনসমূহ

٣- عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

৩। আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছেঃ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং রমযানে রোযা রাখা।
(বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের সৃষ্টিগত স্তরসমূহ ও পরকালের পরিণাম

٤- عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

৪। আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয়, আমাদেরকে বলেছেনঃ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের মায়ের পেটে চল্লিশ দিন যাবত শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে শুরু হতে থাকে,

WWW.BANGLABOOK.COM

পরবর্তী চল্লিশ দিন জমাট বাঁধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ডরূপে থাকে, তারপর তার কাছে ফেরেশ্‌তা পাঠান হয়। অতপর সে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করায় এবং তাকে চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়ঃ তার রুজি, বয়স, কাজ এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান।

অতএব, আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তোমাদের মধ্যে একজন জান্নাতবাসীর মত কাজ করে। এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার ভাগ্য তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জাহান্নামবাসীর মত কাজ শুরু করে এবং তার ফলে তাতে প্রবেশ করে এবং তোমাদের মধ্যে অপর এক ব্যক্তি জাহান্নামীদের মত কাজ শুরু করে দেয় এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে, আবার তার ভাগ্য তার উপর প্রভাব বিস্তার করে বলে সে জান্নাতবাসীর মত কাজ শুরু করে আর সে তাতে প্রবেশ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

বিদ'আতের নিন্দবাদ

٥- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِاللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

৫। উম্মুল মু'মেনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (তা গ্রহণযোগ্য হবে না।)

বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেনঃ তবে মুসলিমের বর্ণনার ভাষা হল এই যে, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (রদ অর্থাৎ বাদ হয়ে যাবে।)

হালাল ও হারাম এবং আত্মপরিশুদ্ধিতা

٦- عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي

WWW.BANGLABOOK.COM

الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

৬। আবু আব্দুল্লাহ আন-'নোমান বিন বশীর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ

নিঃসন্দেহে হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম ও সুস্পষ্ট, আর এ দুয়ের মধ্যে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে যা অনেকে জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিহান বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করেছে ; সে নিজের দ্বীনকে পবিত্র করেছে এবং নিজের সম্মানকেও রক্ষা করেছে ; আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে পতিত হয়েছে সে হারামে পতিত হয়েছে এবং তার অবস্থা সেই রাখালের মত যে নিষিদ্ধ চারণ ভূমির চারপাশে (গবাদি) চরায় আর সর্বদা এ আশংকায় থাকে যে, যে কোন সময় পশু তার মধ্যে প্রবেশ করে চরতে আরম্ভ করবে। সাবধান! প্রত্যেক রাজা-বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর এ সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে হারাম বিষয়াদি জেনে রাখা। সাবধান! নিশ্চয়ই শরীরের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড আছে; যখন তা

WWW.BANGLABOOK.COM

ঠিক থাকে তখন সমস্ত শরীর ঠিক থাকে, আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহ নষ্ট হয়ে যায়। এটা হচ্ছে দিল (হৃৎপিণ্ড)। (বুখারী ও মুসলিম)

ইখলাস, সদুপদেশ ও বিশ্বস্ততা

٧- عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৭। আবু রুকাইয়া তামীম বিন আওস আদ-দারী (রাযি-আল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে—নবী (ﷺ) বলেছেনঃ

দ্বীন হচ্ছে শুভ কামনা। আমরা জিজ্ঞাসা করলামঃ কার জন্য? তিনি বললেনঃ আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলমানদের নেতা এবং সকল মুসলমানের জন্য। (মুসলিম)

মুসলমানের জান ও মালের সংরক্ষণ

٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

تَعَالَىٰ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

৮। ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল। আর তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তারা আমার হাত থেকে নিজের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করে নেবে, অবশ্য ইসলামের হক যদি তা দাবী করে তবে তা আলাদা কথা; আর তাঁদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলের অনুসরণের অপরিহার্যতা ও অধিক প্রশ্ন করার নিষিদ্ধতা

٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

৯। আবু হুরাইরা আব্দুর রহমান বিন সাখর হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এ বলতে শুনেছিঃ

আমি (তোমাদেরকে যে সব বিষয় নিষেধ করেছি তা থেকে বিরত থাক। আর যে সব বিষয়ে আদেশ করেছি, সম্ভব মত তা পালন কর। বেশি বেশি প্রশ্ন করা আর নবীদের সাথে মত বিরোধ করা তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

হালাল পানাহারের গুরুত্ব ও হারাম কামাইয়ের নিন্দাবাদ

١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

WWW.BANGLABOOK.COM

১০। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

আল্লাহ তায়ালা পাক-পবিত্র তাই তিনি কেবল পাক জিনিসই কবুল করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের ঐ কাজই করার হুকুম দিয়েছে যা করার হুকুম তিনি রাসূলদের দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ 'হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার কর এবং নেক আমল কর।' আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেনঃ 'হে মু'মিনগণ! আমরা তোমাদের পবিত্র জীবিকা দান করেছি তা থেকে খাও।' তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে বের হয় এবং তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে আছে ও কাপড় ধুলো-বালিতে ময়লা হয়ে আছে– অতপর সে নিজের দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে ও বলেঃ হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোষাক হারাম, সে হারামভাবে লালিত-পালিত হয়েছে এ অবস্থায় কেমন করে তার দু'আ কবুল হতে পারে। (মুসলিম)

সংশয় থেকে বাঁচা

١١- عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَيْحَانَتِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

১১। রাসূল (ﷺ) এর স্নেহাস্পদ দৌহিত্র আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আবী তালিব হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট হতে এ কথা শুনে স্মরণ রেখেছিঃ সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ কর। (তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ হাসান)।

মুসলমানদের অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বাঁচা

١٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا.

১২। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

অনর্থক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলাম।

(হাদীসটি হাসান। তিরমিযী এবং তিনি ছাড়া অন্যরাও এভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

WWW.BANGLABOOK.COM

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে

١٣- عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

১৩। আবু হামযাহ আনাস বিন মালিক (রাযিআল্লাহু আনহু), রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর খাদেম হতে বর্ণিত হয়েছে– নবী (ﷺ) বলেছেনঃ

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাই এর জন্যে তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলমানের রক্তপ্রবাহিত করা হারাম তবে তিন ক্ষেত্রে বৈধ

١٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

১৪। ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

কোন মুসলমানের রক্তপাত করা, তিনটি কারণ ব্যতীত বৈধ নয়ঃ বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচার করে, যদি প্রাণের

WWW.BANGLABOOK.COM

বদলে প্রাণ নিতে হয়, যদি কেউ আপন দ্বীনকে পরিত্যাগ করে মুসলিম জামা'আত হতে আলাদা হয়ে যায়।
(বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী আদব ও শিষ্টাচার

١٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

১৫। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে তার হয় উত্তম কথা বলা উচিত অথবা চুপ করে থাকা উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে তার আপন প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে তার আপন অতিথিকে সম্মান করা উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

রাগের নিষিদ্ধতা

١٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে–

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললঃ আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেনঃ রাগ কর না। লোকটি বার বার রাসূলের কাছে উপদেশ চায় আর রাসূল (ﷺ) বলেনঃ রাগ করো না। (বুখারী)

যথাযথভাবে কর্মবাস্তবায়ন ও সবার সাথে সদ্ব্যবহার

١٧- عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭। আবু ইয়ালা শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত জিনিস উত্তম পদ্ধতিতে করার বিধান করে দিয়েছেন। সুতরাং যখন তুমি হত্যা করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে, আর যখন তুমি যবাহ করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে যবাহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকের আপন ছুরি ধারাল করে নেয়া উচিত ও যে জন্তুকে যবাহ করা হবে তার কষ্ট লাঘব করা উচিত।

(মুসলিম)

তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র

١٨- عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِالرَّحْمٰنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

১৮। আবু যর জুন্দুব বিন জুনাদাহ এবং আবু আব্দুর রহমান মু'আয বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে– তাঁরা বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে ; আর মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর। (এটাকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটা হচ্ছে হাসান হাদীস। কোন কোন সংকলনে এটাকে সহীহ হাসান বলা হয়েছে।)

WWW.BANGLABOOK.COM

ভাগ্য ও ভরসা

١٩ـ عَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، فقَالَ: «يَاغُلَامُ؛ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرمِذِيِّ «احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا».

১৯। আবু আব্বাস আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেছেন। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর পিছনে ছিলাম তিনি আমাকে বলেনঃ 'হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাবঃ আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি আমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহকে স্মরণ করলে তাকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে তো

WWW.BANGLABOOK.COM

আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে তো আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ! সমস্ত মানুষ যদি তোমার কোন উপকার করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্যে যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোন উপকার করতে পারবে না। আর যদি সমস্ত মানুষ তোমার কোন অনিষ্ট করতে চায় তবে আল্লাহ তোমার জন্যে যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা ব্যতীত আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে। (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ হাসান) বলেছেন। তিরমিযী ছাড়া অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ

আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে, তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করবে তো তিনি তোমাকে কঠিন অবস্থায় স্মরণ করবেন। মনে রাখ– যা তুমি পেলে না, তা তোমার পাবার ছিল না, আর যা তুমি পেলে তা তুমি না পেয়ে থাকতে না। আর জেনে রাখ ধৈর্যধারণের ফলে (আল্লাহর) সাহায্য লাভ করা যায়। কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ আসে। কঠিন অবস্থার পর স্বচ্ছলতা আসে।

লজ্জা-শরম ঈমানের অংশ

٢٠ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ البَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ

الأُولَىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২০। আবু মাসউদ উকবাহ বিন আমর আনসারী আল-বদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

অতীতের নবীগণের কাছ থেকে মানুষ একথা জানতে পেরেছে ; যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই কর। (বুখারী)

আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান ও তার প্রতি অটল থাকা

٢١- عَنْ أَبِي عَمْرٍو - وَقِيلَ أَبِي عَمْرَةَ - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ؛ قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২১। আবু আমরকে আবু আমরাহও বলা হয়– সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেনঃ

আমি বললামঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিন যেন আপনাকে ব্যতীত আর কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেনঃ বলঃ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; তারপর এর উপর দৃঢ় থাক। (মুসলিম)

ফরযসমূহ এবং হালাল ও হারাম মেনে চলা

٢٢- عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২২। আবু আব্দুল্লাহ জাবের বিন আব্দুল্লাহ আল-আনসারী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি কি মনে করেন যদি আমি ফরয নামায আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি, হালালকে হালাল বলে ও হারামকে হারাম বলে ঘোষণা করি এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কিছু না জুড়ে দেই, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। (মুসলিম)

WWW.BANGLABOOK.COM

ওযূ, যিকর, নামায, সাদকাহ, ধৈর্য ও কুরআনের ফযীলত

٢٣ـ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلأُ ـ أَوْ تَمْلآنِ ـ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৩। আবু মালিক আল হারেস বিন আসিম আল-আশয়ারী হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক ; আল-হামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যে) পাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয় এবং সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র) ও আল-হামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে) উভয়ে অথবা এর একটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা আছে তা পূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলো, সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ, সবর উজ্জ্বল আলো, আর কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সকাল শুরু করে– আর হয় তাকে মুক্ত করে দেয় অথবা তাকে ধ্বংস করে দেয়। (মুসলিম)

যুলুমের নিষিদ্ধতা এবং তাওহীদের তাৎপর্য

٢٤ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: «يَاعِبَادِي؛ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوا. يَاعِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَاعِبَادِي؛ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَاعِبَادِي؛ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَاعِبَادِي؛ إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَاعِبَادِي؛ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَاعِبَادِي؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي، إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ. يَاعِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ

WWW.BANGLABOOK.COM

ذٰلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৪। আবু যর আল-গিফারী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বর্ণনা করেছেনঃ নবী (ﷺ) বর্ণনা করেন যে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

হে আমার বান্দাহগণ! আমি যুলুমকে আমার জন্যে হারাম করে দিয়েছি, আর তা তোমাদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর যুলুম কর না।

হে আমার বান্দাহগণ! আমি যাকে হেদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমারা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং আমার কাছে হেদায়াত চাও, আমি তোমাদের হেদায়াত দান করব।

হে আমার বান্দাহগণ! আমি যাকে অন্ন দিয়েছি, সে ছাড়া সবই ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদের খাদ্য দান করব।

হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা সবাই বিবস্ত্র, সে ব্যতীত যাকে আমি কাপড় পরিয়েছি। সুতরাং আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্রদান করব।

হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা রাত-দিন গুনাহ করছ, আর আমি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং

আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেব।

হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা কখনই আমার ক্ষতি করার সামর্থ রাখ না, যে আমার ক্ষতি করবে আর তোমরা কখনই আমার ভাল করার ক্ষমতা রাখ না, যে ভাল করবে।

হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই বাড়াতে পারবে না।

হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জ্বিন যদি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তির হৃদয়ের মত হয়ে যায় তবে তা আমার রাজত্বে কিছুই কমাতে পারবে না।

হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের পূর্বের ও তোমাদের পরের সকলে, তোমাদের সমস্ত মানুষ ও তোমাদের সমস্ত জ্বিন যদি সবাই একই ময়দানে দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায় এবং আমি সকলের চাওয়া পূরণ করে দেই তবে আমার কাছে যা আছে তাতে সমুদ্রে এক সুঁই রাখলে যতটা কম হয়ে যায় তা ব্যতীত আর কিছু কম হতে পারে না।

WWW.BANGLABOOK.COM

হে আমার বান্দাহগণ! আমি তোমাদের আমলকে (কাজকে) তোমাদের জন্যে গণনা করে রাখি, আর আমি তার পুরোপুরি প্রতিফল দিয়ে দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি উত্তম প্রতিফল পাবে তার আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, আর যে তার বিপরীত পাবে তার শুধু নিজেকেই ধিক্কার দেয়া উচিত। (মুসলিম)

সাদকার প্রকৃত তাৎপর্য

٢٥- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَارَسُولَ اللهِ؛ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٍ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْيٍ عَنْ مُنكَرٍ صَدَقَةً، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً». قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৫। আবু যর (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহর কিছু সাহাবী নবী (ﷺ) কে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! বিত্তবান লোকেরা প্রতিফল ও সওয়াবের কাজে এগিয়ে গেছে। আমরা নামায পড়ি তারাও সে রকম নামায পড়ে, আমরা রোযা রাখি তারাও সে রকম রোযা রাখে। তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে।

তিনি বলেনঃ আল্লাহ কি তোমাদের জন্যে এমন জিনিস রাখেননি যে তোমরা সদকাহ দিতে পার? প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) হচ্ছে সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) হচ্ছে সদকাহ; ভাল কাজের হুকুম দেয়া হচ্ছে সদকাহ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত করা হচ্ছে সদকাহ; আর তোমাদের প্রত্যেকে আপন স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসও সদকাহ।

তারা জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন আকাঙ্খা স্ত্রীর সাথে সম্ভোগ করে, তাতেও কি সওয়াব হবে? তিনি বলেনঃ তোমরা কি দেখ না, যখন সে হারাম পদ্ধতিতে তা করে, তখন সে গুনাহগার হয় কি না! সুতরাং অনুরূপভাবে যখন সে ঐ কাজ বৈধ উপায়ে করে, তখন সে তার জন্যে প্রতিফল ও সওয়াব পাবে। (মুসলিম)

WWW.BANGLABOOK.COM

প্রত্যেক নেকী সাদকার অন্তর্ভুক্ত

٢٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلَامَىٰ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ.

২৬। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ প্রত্যেহ যখন সূর্য উঠে মানুষের (শরীরের) প্রত্যেক জোড়ার সদকাহ দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দু'জন মানুষের মাঝে ইনসাফ করা হচ্ছে সদকাহ, কোন আরোহীকে তার বাহনের উপর আরোহণ করতে বা তার উপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা হচ্ছে সদকাহ, ভাল কথা হচ্ছে সদকাহ, নামাযের জন্যে প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে সদকাহ এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো হচ্ছে সদকাহ। (বুখারী ও মুসলিম)

নেকী ও গুনাহর পরিচয়

٢٧- عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

WWW.BANGLABOOK.COM

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رُوِيَنَاهُ فِي مُسْنَدَيِ الإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ والدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

২৭। আন-নওআস বিন সামআন (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (ﷺ) বলেনঃ

উত্তম চরিত্র হচ্ছে নেকী, আর গুনাহ তাকে বলে যা তোমার মনকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে এবং তা লোকে জানুক তা তুমি অপছন্দ কর। (মুসলিম)

ওয়াবেসা বিন মা'বাদ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ আমি একবার রাসূল (ﷺ) এর নিকট আসলে তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কি নেকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? আমি বলি, জী হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর; যা সম্পর্কে তোমার আত্মা ও মন আশ্বস্ত থাকে তা হচ্ছে নেকী, আর গুনাহ হচ্ছে তা যা যদিও লোক (তার স্বপক্ষে) ফতওয়া দিয়ে দেয় তবুও তোমার আত্মাকে অশ্বস্তিতে রাখে ও মনে সংশয় সৃষ্টি করে।

(এটা হচ্ছে হাসান হাদীস যা আমি দুই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও আদ-দারেমীর মুসনাদ থেকে উৎকৃষ্ট সনদে উদ্ধৃত করেছি।)

সুন্নাত আঁকড়ে ধরার অপরিহার্যতা

٢٨- عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ؛ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ أبو دَاودَ وَالتِّرمِذِيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

২৮। আবু নাজীহ আল-ইরবাদ বিন সারিয়াহ হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক বক্তৃতায় আমাদের উপদেশ দান করেন যাতে আমার অন্তর ভীত হয়ে পড়ে ও আমাদের চোখে পানি এসে যায়। আমরা নিবেদন করিঃ হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে বিদায়কালীন উপদেশ; আপনি আমাদের অসীয়ত করুন। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের মহান আল্লাহকে ভয় করতে

WWW.BANGLABOOK.COM

অসীয়ত করছি, আর আনুগত্য দেখাতে অসীয়ত করছি, যদি কোন গোলামও তোমাদের আমীর হয় তবুও। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখবে ; সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতি মেনে চল, তা দাঁত দিয়ে (অর্থাৎ খুব শক্তভাবে) ধরে থাক; আর অভিনব বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাক। কারণ প্রত্যেক অভিনব বিষয় হচ্ছে বিদআত, প্রত্যেক বিদআত হচ্ছে গোমরাহী। (আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটা সহীহ (হাসান) হাদীস।)

সৎকাজের পথসমূহ

٢٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، قَالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» قَالَ: ثُمَّ تَلَا: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى

بلغ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قُلْتُ: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ» ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟» فَقُلْتُ: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللهِ؛ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا» قُلْتُ: يَانَبِيَّ اللهِ؛ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

২৯। মুআয বিন জাবাল (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেছেনঃ আমি নিবেদন করিঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কাজ বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তিনি বললেনঃ তুমি এক বৃহৎ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। এটা তার জন্যে খুবই সহজ আল্লাহ যার জন্যে সহজ করে দেন। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না; নামায কায়েম কর, যাকাত দাও, রমযানে রোযা রাখ এবং (কা'বা) ঘরে হজ্জ কর। তারপর তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাদের কল্যাণের দরজা দেখাব না? রোযা হচ্ছে ঢাল, সদকাহ গুনাহকে নিঃশেষ করে দেয় যেমন

WWW.BANGLABOOK.COM

পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়; আর কোন ব্যক্তির গভীর রাতের নামায। তারপর তিনি পড়েনঃ

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾

অর্থাৎ "তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্যে নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (সূরা সাজদাহঃ ১৬-১৭)

তিনি আবার বলেনঃ আমি তোমাদের কর্মের মূল এবং তার স্তম্ভ ও তার সর্বোচ্চ চূড়া বলব কি? আমি নিবেদন করিঃ হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেনঃ কর্মের মূল হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ। তারপর তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে এসব কিছু আয়ত্তে রাখার জিনিস বলব না? আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি নিজের জিহ্বা ধরে বললেনঃ এটাকে সংযত কর। আমি জিজ্ঞাসা করিঃ হে আল্লাহর নবী! আমরা যা বলি তার হিসাব হবে কি? তিনি বললেনঃ তোমার মা তোমাকে

হারাক, হে মু'আয! জিহ্বার উৎপন্ন ফসল ব্যতীত আর কিছু এমন আছে কি যা মানুষকে মুখ থুবড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে। (তিরমিযী বলেছেন এটা হাসান (সহীহ) হাদীস।)

শরীয়তের বিধানসমূহের প্রকারভেদ

٣٠- عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - جُرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلا تَبْحَثُوا عَنْهَا» حديثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

৩০। আবু সালাবাহ আল-খুশানী জুরসুম বিন নাশির (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফরযসমূহকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন। সুতরাং তা অবহেলা করো না। তিনি সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং তা লঙ্ঘন করো না এবং কিছু জিনিস হারাম করেছেন সুতরাং তা অমান্য করো না। আর তিনি কিছু জিনিসের ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করেছেন। তোমাদের জন্যে রহমত হিসাবে, ভুলে গিয়ে নয়, সুতরা য়ে বেশি অনুসন্ধান করো

WWW.BANGLABOOK.COM

না। (হাদীসটি হাসান (সহীহ), আদ্‌দারেকুতনী ও অন্যান্য কয়েক জন বর্ণনা করেছেন।)

যুহদ-তাপস্যের তাৎপর্য ও ফযীলত

٣١- عَنْ أَبِي العَبَّاسِ - سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ؛ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللهُ وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ» حديثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.

৩১। আবুল আব্বাস সাহল বিন সা'দ আস সাঈদী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

এক ব্যক্তি নবী (ﷺ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন, লোকেরাও আমাকে ভালবাসে। তখন তিনি বললেনঃ দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হবে না, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা আছে তার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না, তাহলে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে। (ইবনে মাজায অন্যান্য উত্তম ইসনাদে বর্ণনা করেছেন।)

অপরের ক্ষতি ও প্রতিশোধ মূলক ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকা

٣٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه والدَّارَقُطْنِيُّ وغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّإِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، ولَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

৩২। আবু সাঈদ সা'দ বিন মালিক বিন সিনান আল-খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

ক্ষতি করা উচিত নয়, আর ক্ষতির সম্মুখীন হওয়াও উচিত নয়।

(হাদীসটি হাসান। এটাকে ইবনে মাযাহ, আদ্‌দারেকুতনী ও অন্যান্যগণ মুসনাদ বলেছেন। ইমাম মালিক মুয়াত্তা গ্রন্থে একে মুরসাল বলেছেন, এই সনদের সঙ্গে যে আমর বিন ইয়াহইয়া নিজের পিতা হতে যিনি নবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু তিনি আবু সাঈদকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর কাছে অন্য বর্ণনাকারীও আছেন যারা একে অপরকে সমর্থন করে।)

দাবী সাব্যস্তকরণ

٣٣- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لٰكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حديثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هٰكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

৩৩। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

যদি মানুষকে কেবল তাদের দাবী অনুযায়ী দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা অন্যের সম্পদ ও জীবন দাবী করে বসবে। তবে নিয়ম হচ্ছে দাবীদারকে প্রমাণ পেশ করতে হবে, যে অস্বীকার করবে তাকে শপথ করতে হবে। (এ হাদীসটি হাসান। এটাকে বায়হাকী ও অন্যান্যগণ এভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর কিছু অংশ সহীহ হাদীসের অনুরূপ।)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

٣٤- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

WWW.BANGLABOOK.COM

৩৪। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেনঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান। (মুসলিম)

ইসলামী আদর্শের মূলনীতি

٣٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَايَظْلِمُهُ، وَلَايَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৫। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের জন্যে নিলাম ডেকে দাম বাড়াবে না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না, একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যেও না। একজনের ক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয় করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলুম করে না এবং তাকে সঙ্গীহীন ও সহায়হীনভাবে ছেড়ে দেয় না। সে তার কাছে মিথ্যা বলে না ও তাকে অপমান করে না। তাকওয়া হচ্ছে– এখানে, তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন মানুষের জন্যে এতটুকু মন্দ যথেষ্ট যে সে আপন মুসলমান ভাইকে নীচ ও হীন মনে করে। এক মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (মুসলিম)

উত্তম আদর্শ, সরলতা, অপরের দোষ গোপন রাখা এবং ইলম অর্জন ও আমলের ফযীলত

٣٦ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

WWW.BANGLABOOK.COM

وَمَا اجْتَمَعَ قَومٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

৩৬। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মু'মিনের দুঃখ দূর করে দেয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দুঃখ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেয় আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। যে বান্দাহ আপন ভাইকে সাহায্য করবে আল্লাহ সেই বান্দাহকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য রাস্তা অতিক্রম করে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেবেন। যে সব লোক আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন ঘরে (অর্থাৎ মসজিদে) সমবেত হবে, কুরআন পড়বে, সকলে মিলিত হয়ে তার শিক্ষা নেবে ও দেবে, তাদের উপর অবশ্যই প্রশান্তি অবতীর্ণ হবে। রহমত তাদের ঢেকে নেবে, ফেরেশ্‌তাগণ তাদের ঘিরে থাকবে, আর আল্লাহ তাদের কথা এমন সকলের মধ্যে উল্লেখ করবেন যারা তাঁর কাছে উপস্থিত যার আমল কমে গেল

তার বংশ পরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।" (মুসলিম)

আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ এবং তাঁর অসীম রহমত

٣٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ.

৩৭। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে– রাসূল (ﷺ) তাঁর রব হতে বর্ণনা করেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ভাল ও মন্দ কাজকে লিখে রেখেছেন। তারপর তিনি এ ব্যাখ্যা করেনঃ যে ব্যক্তি ভাল কাজের জন্যে দৃঢ় সংকল্প করে কিন্তু তা করতে পারে না, তবুও আল্লাহ তার জন্যে একটি পরিপূর্ণ নেকী লেখেন; আর দৃঢ় সংকল্প করে সে যদি তা করে তবে আল্লাহ নিজের কাছে

WWW.BANGLABOOK.COM

তার জন্য দশ নেকী থেকে সাতশ' পর্যন্ত বরং তার থেকেও বেশী নেকী লেখেন। এর বিপরীত, যদি সে মন্দ কাজের সংকল্প করে কিন্তু তা কাজে পরিণত না করে, আল্লাহ তার জন্য পরিপূর্ণ একটি নেকী লেখেন ; কিন্তু যদি সে তার সংকল্প করে তা কাজে পরিণত করে তবে তার জন্য মাত্র একটি মন্দ কাজ লেখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ফরয এবং নফল ইবাদত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও প্রিয় হওয়ার মাধ্যম

٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ عَادَىٰ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ورِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৮। আবু হুরাইরা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি।

WWW.BANGLABOOK.COM

আমি যে দ্বীনি দায়িত্ব ফরয করেছি আমার বান্দাহ তা ব্যতীত অন্য কোন পছন্দসই জিনিসের দ্বারা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর আমার বান্দাহ নফলের সাহায্যে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমন কি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালবাসতে থাকি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শুনে, তার চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই ; যার দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই ; যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দিই। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। (বুখারী)

ভুল-ভ্রান্তি, স্মরণ না থাকা ও নিরূপায় অবস্থা ক্ষমাযোগ্য

٣٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ. وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حديثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ والْبَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُمَا.

৩৯। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে—রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আমার উদ্দেশ্যে

আল্লাহ আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তার সেই কাজ যা সে বাধ্য হয়ে করেছে। (এ হাদীসটি হাসান। ইবনে মাযাহ, বায়হাকী ও আরো অনেকেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

দুনিয়ার পিছনে না পড়া

٤٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»

وَكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

৪০। ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হবে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার কাঁধ ধরে বললেনঃ দুনিয়াতে অপরিচিত অথবা ভ্রমণকারী মুসাফিরের মত হয়ে যাও।

ইবনে ওমর (রাযিআল্লাহু আনহুমা) বলতেনঃ সন্ধ্যাবেলা যখন তোমার সাধ্য হবে, তখন সকালের অপেক্ষা করো না, আর সকাল আসলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার মূল্য অনুধাবন করো, আর মৃত্যুর জন্যে জীবিত অবস্থায় সংগ্রহ করে নাও। (বুখারী)

রাসূলের অনুসরণ ঈমানের আলামত

٤١ـ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رُوِينَاهُ فِي كِتَابِ الحُجَّةِ بِإِسنَادٍ صَحِيحٍ.

৪১। আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আ'স (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা আকাঙ্খা অনুগত না হয়ে যায়। (হাদীসটি হাসান। এটাকে আমি কিতাবুল হুজ্জাহ থেকে সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছি।)

তাওবার ফযীলত ও আল্লাহর রহমতের অসীমত্ব

٤٢ـ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاابْنَ آدَمَ؛ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي. يَاابْنَ آدَمَ؛ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. يَاابْنَ آدَمَ؛ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ

WWW.BANGLABOOK.COM

الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» رَوَاهُ

التِّرمِذِيُّ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

৪২। আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার কাছে (ক্ষমা) চাইবে, তুমি যা করেছ তা আমি ক্ষমা করে দেব। আর আমি কোন কিছুর পরোয়া করি না।

হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ সমান হয়ে যায় আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। হে আদম সন্তান! যদি তুমি পৃথিবী সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে আস এবং আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে দেখা কর, তাহলে আমি সম পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব। (তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)

সমাপ্ত

WWW.BANGLABOOK.COM